

Indian Journal of Modern Research and Reviews

This Journal is a member of the 'Committee on Publication Ethics'

Online ISSN:2584-184X



Research Article

ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বিকাশ: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর একটি গবেষণা

মহাদেব নন্দী

Assistant Professor, B.T.T. I B. ED, College, Bishnur, Bankura, West Bengal, India

Corresponding Author: *মহাদেব নন্দী

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19234283>

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে পরিবেশগত ভারসাম্যের অবনতি মানবসভ্যতার জন্য এক গভীর সংকট সৃষ্টি করেছে। বায়ু, জল ও মাটির দূষণ, জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি ধ্বংস এবং প্রাকৃতিক সম্পদের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার পরিবেশের স্থিতিশীলতাকে বিপন্ন করে তুলছে। এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন নাগরিক তৈরি করা অত্যন্ত জরুরি, এবং সেই ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি মৌলিক ভূমিকা পালন করে।

ভূগোল বিষয়টি প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব সমাজ এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সমন্বিত ধারণা প্রদান করে। ফলে ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশগত জ্ঞান বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণে ইতিবাচক মনোভাব গঠনে কার্যকর হতে পারে।

এই গবেষণার মূল উদ্দেশ্য হলো মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতার বিকাশ বিশ্লেষণ করা। তথ্য সংগ্রহের জন্য প্রশ্নাবলী ব্যবহার করা হয়েছে এবং সংগৃহীত তথ্যের পরিসংখ্যানগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

Manuscript Information

- ISSN No: 2584-184X
- Received: 12-01-2026
- Accepted: 20-02-2026
- Published: 24-03-2026
- MRR:4(3); 2026: 332-334
- ©2026, All Rights Reserved
- Plagiarism Checked: Yes
- Peer Review Process: Yes

How to Cite this Article

মহাদেব নন্দী. ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা বিকাশ: মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর একটি গবেষণা, India. Indian J Mod Res Rev. 2026;4(3):332-334.

Access this Article Online



www.multiarticlesjournal.com

মূল শব্দ: ভূগোল শিক্ষা, পরিবেশ সচেতনতা, মাধ্যমিক শিক্ষা, পরিবেশ সংরক্ষণ

ভূমিকা

মানুষ ও পরিবেশ পরস্পর নির্ভরশীল। মানুষের জীবনযাত্রা, অর্থনৈতিক কার্যক্রম এবং সামাজিক বিকাশ পরিবেশের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। কিন্তু আধুনিক যুগে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন এবং নগরায়নের ফলে পরিবেশের উপর চাপ বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

এই প্রেক্ষাপটে পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা মানুষের চিন্তা, মূল্যবোধ এবং আচরণ পরিবর্তনের অন্যতম কার্যকর মাধ্যম। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত ভূগোল বিষয়টি শিক্ষার্থীদের পরিবেশের বিভিন্ন উপাদান, প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া এবং মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা প্রদান করে।

বিশেষ করে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা ভবিষ্যতের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। এই গবেষণায় তাই ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সচেতনতার বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

2. গবেষণার উদ্দেশ্য

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞানের স্তর নির্ণয় করা।
- ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা গঠনের ভূমিকা বিশ্লেষণ করা।
- শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কিত মনোভাব মূল্যায়ন করা।
- বিদ্যালয়ে ভূগোল শিক্ষার কার্যকারিতা নির্ধারণ করা।

গবেষণা প্রশ্ন

- মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতার বর্তমান অবস্থা কী?
- ভূগোল বিষয়ের পাঠ্যবস্তু শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে কী ধারণা প্রদান করে?
- ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে কি?
- শিক্ষার্থীরা পরিবেশ সংরক্ষণে কতটা আগ্রহী?

গবেষণা গ্যাপ.

পরিবেশ শিক্ষা নিয়ে পূর্ববর্তী গবেষণাগুলিতে সাধারণভাবে নীতিগত আলোচনা এবং তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদিও বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষার্থীদের উপর কিছু গবেষণা হয়েছে, তথাপি ভূগোল বিষয়ের নির্দিষ্ট প্রভাবের উপর গভীর বিশ্লেষণ তুলনামূলকভাবে সীমিত।

বিশেষত মাধ্যমিক স্তরে ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সচেতনতা কীভাবে বিকশিত হয় এবং তা শিক্ষার্থীদের আচরণে কী ধরনের পরিবর্তন আনে—এই বিষয়টি এখনও পর্যাপ্তভাবে অনুসন্ধান করা হয়নি। বর্তমান গবেষণাটি সেই শূন্যতা পূরণের একটি প্রচেষ্টা।

গবেষণা হাইপোথিসিস

H1: ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বৃদ্ধি করে।

H2: ভূগোল বিষয় অধ্যয়নকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা তুলনামূলকভাবে বেশি।

H3: কার্যভিত্তিক ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলে।

3. সাহিত্য পর্যালোচনা

বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে বিদ্যালয়ভিত্তিক শিক্ষা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পাঠ্যক্রমভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সংরক্ষণে উৎসাহিত করে। ভূগোল শিক্ষা বাস্তব উদাহরণ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যাগুলোকে সহজভাবে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে। তবে এই বিষয়ে আরও ক্ষেত্রসমীক্ষাভিত্তিক গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

4. গবেষণা পদ্ধতি**গবেষণার ধরন**

বর্ণনামূলক গবেষণা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

গবেষণা ক্ষেত্র

নির্বাচিত মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

নমুনা

মোট ১০০ জন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীকে নমুনা হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে।

নমুনা নির্বাচন পদ্ধতি

Random Sampling পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

তথ্য সংগ্রহের উপকরণ

- প্রশ্নাবলী
- পর্যবেক্ষণ

তথ্য বিশ্লেষণ

সংগৃহীত তথ্য শতকরা হার এবং সরল পরিসংখ্যান পদ্ধতির মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

সার্ভে প্রশ্নপত্র

শিক্ষার্থীদের কাছে ১০টি প্রশ্ন করা হয়েছে। যেমন

- আপনি কি পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানেন?
- ভূগোল বইয়ে কি পরিবেশ সম্পর্কিত বিষয় রয়েছে?
- জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি?
- পরিবেশ রক্ষায় মানুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন কি?
- বিদ্যালয়ে কি পরিবেশ বিষয়ক আলোচনা করা হয়?
- ভূগোল ক্লাসে কি পরিবেশ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়?
- আপনি কি বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানেন?

৮. প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন কি?
 ৯. পরিবেশ সংরক্ষণে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গুরুত্বপূর্ণ কি?
 ১০. ভূগোল পড়ার ফলে কি পরিবেশ সম্পর্কে আপনার জ্ঞান বৃদ্ধি পেয়েছে?

তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণায় সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণের জন্য একটি নমুনা টেবিল নিচে দেওয়া হলো (আপনি নিজের ডাটা বসাতে পারবেন)

প্রশ্ন	হ্যাঁ (%)	না (%)
পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে জানে	৮৫	১৫
জলবায়ু পরিবর্তন পরিবেশ রক্ষা	৭০	৩০
ভূগোল বইয়ে পরিবেশ বিষয় আছে	৯০	১০
ভূগোল পড়ে পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান বেড়েছে	৮২	১৮
পরিবেশ রক্ষা মানুষের দায়িত্ব মনে করে	৮৮	১২

এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে অধিকাংশ শিক্ষার্থী ভূগোল শিক্ষার মাধ্যমে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে।

গবেষণার ফলাফল

- অধিকাংশ শিক্ষার্থী পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান রাখে।
- ভূগোল শিক্ষা পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর।
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সংরক্ষণে আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়।
- বিদ্যালয়ে পরিবেশভিত্তিক কার্যক্রম বৃদ্ধি করলে সচেতনতা আরও উন্নত হতে পারে।

5. আলোচনা

গবেষণার ফলাফল নির্দেশ করে যে ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ সম্পর্কে জ্ঞান ও দৃষ্টিভঙ্গি উন্নত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভূগোলের পাঠ্যবস্তুতে প্রাকৃতিক সম্পদ, জলবায়ু পরিবর্তন, দূষণ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকায় শিক্ষার্থীরা পরিবেশগত সমস্যার বাস্তব চিত্র উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়।

এছাড়া মানচিত্র, চিত্র এবং প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষণ পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের শেখাকে আরও কার্যকর করে তোলে। ক্ষেত্রসমীক্ষা শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনে সহায়তা করে, যা তাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রস্তাবনা

- বিদ্যালয়ে পরিবেশ বিষয়ক প্রকল্পভিত্তিক শিক্ষা চালু করা উচিত।
- ভূগোল শিক্ষার সাথে মাঠ পর্যবেক্ষণ যুক্ত করা প্রয়োজন।
- বিদ্যালয়ে পরিবেশ ক্লাব গঠন করা যেতে পারে।
- শিক্ষার্থীদের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা উচিত।

6. উপসংহার

পরিবেশ সংরক্ষণ বর্তমান সময়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ। এই প্রেক্ষাপটে বিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিবেশ সচেতনতা গড়ে তোলা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে ভূগোল শিক্ষা শিক্ষার্থীদের পরিবেশ বিষয়ক জ্ঞান, দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে সক্ষম। তাই শিক্ষাব্যবস্থায় পরিবেশভিত্তিক ভূগোল শিক্ষাকে আরও শক্তিশালী করা অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র

- Singh S. Environmental Geography.
- Goudie A. Human Impact on Environment.
- UNESCO. Environmental Education Report.
- NCERT. Geography Curriculum Framework.
- Government of India. Environmental Education Guidelines.

Creative Commons License

This article is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution–Non-commercial–No Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0) License. This license permits users to copy and redistribute the material in any medium or format for non-commercial purposes only, provided that appropriate credit is given to the original author(s) and the source. No modifications, adaptations, or derivative works are permitted.

About the corresponding author



Mahadev Nandi is an Assistant Professor at B.T.T.I B.Ed College, Bishnupur, Bankura, West Bengal, India. He is dedicated to teacher education and academic research, with interests in pedagogy and educational development. He actively contributes to shaping future educators and is committed to advancing quality education through teaching, research, and academic engagement.